

বৈশাখী পূর্ণিমা উনত্রিশে শনিবার।
 গোস্বামীকে ল'য়ে গেল গঙ্গার ভিতর।।
 হেনকালে পূর্ণচন্দ্র গগনে উদয়।
 নিশীতে দেখায় যেন দীপ্তিকরময়।।
 গোধূলি উত্তীর্ণ রাত্রি দণ্ডেক সময়।
 দশদণ্ড উপরেতে শশাঙ্ক উদয়।।
 চন্দ্রিমায় নীলাকাশও চিত্র বিচিত্র।
 শ্বেত, লাল, সবুজ, হরিদ্রা, নীল, পীত।।
 তার অধোভাগে হ'ল মেঘে গোলাকার।
 নবগঙ্গা মধ্যে হ'ল ঘোর অন্ধকার।।
 তার চতুর্দিকে জ্যোৎস্না আলোময়।
 মধ্যে অন্ধকার কিছু লক্ষ্য নাহি হয়।।
 তারকের কোলে গোস্বামীর পুত্র দেহ।
 পাছা নয় বৈঠা বায় গোপাল উৎসাহ।।
 গোস্বামীর সিদ্ধদেহ ছাড়িলেন জলে।
 বুড়্ বুড়্ শব্দ তা'তে তুফান উঠিলে।।
 তারমধ্যে পাক হ'ল পাগলে লইয়া।
 সেই পাকে গোস্বামীকে দিলেন ছাড়িয়া।।
 জল হাতে ল'য়ে দৌঁহে দিল করতালী।
 হরি বলে মস্তক উপরে হাত তুলি।।
 এডেন্দার হাটুরিয়া নৌকা দুইখান।
 লোক দুই নৌকায় নববই পরিমাণ।।
 হরিধ্বনি শুনিয়া তাহারা বলে হরি।
 জলে-স্থলে সবে বলে হরি হরি হরি।।
 মেঘ গেল চন্দ্রমণ্ডলে শোভা প্রকাশে।
 দণ্ড অন্ধকার থাকি পূর্ব্ব শোভা হাঙ্গে।।
 এদিকে শ্মশানে আছে কাষ্ঠের পাজল।
 সাধনা কহিছে 'র'ল' একটি জঞ্জাল।।
 শ্মশানে থাকিলে কাষ্ঠ ভাল না দেখায়।
 কাষ্ঠ জ্বলাইয়া শীঘ্র এস দু'জনায়।।'
 তারক গোপাল দৌঁহে নৌকা বেয়ে গেল।
 কুল দিয়া থন্হ আর সাধনা চলিল।।

কাষ্ঠেতে আগুন দিয়া বলে হরি হরি।
 দু'জন পুরুষ আর দুইজন নারী।।
 দুইকূলে দেখা যায় লোক সারি সারি।
 জলেস্থলে সকলে বলেছে হরি হরি।।
 হেনমতে চারিজন আসিলেন ঘরে।
 মহোৎসব করিবেন কহে গোপালেরে।।
 গোস্বামীর হুকা যষ্টি জয়পুর ছিল।
 রজনী প্রভাতে ওড়াকান্দী পাঠাইল।।
 সদ্যঃ সদ্যঃ মহোৎসব করিতে বাসনা।
 গোপালকে কহিলেন মনের কামনা।।
 জয়পুর কৃষ্ণপুর নারায়ণ দিয়া।
 কুন্দসীর নমঃশূদ্র স্বজাতি লইয়া।।
 গোস্বামীর স্বর্গার্থে করেন মহোৎসব।
 হরিবোল বলিয়া ভোজন হ'ল সব।।
 যত লোক পরিমাণ আয়োজন ছিল।
 অভ্যাগত লোক তার দ্বিগুণ হইল।।
 দুইশত লোক পরিমাণ আয়োজন।
 লোকের সমষ্টি হ'ল চারিশত জন।।
 দুঃখী লোক অবশিষ্ট প্রসাদ পাইল।
 শতাধিক লোকের প্রসাদ বিলি হ'ল।।
 রন্ধন হইল যে তণ্ডুল দুইমণ।
 পরিতোষ পরিচ্ছন্ন হইল ভোজন।।
 লীলাসঙ্গ গোস্বামীর ত্যজিয়া ভুলোক
 পুত্ররূপে মহোৎসব করিল তারক।।
 এইকার্য্য পরিচর্যা অন্য যত কার্য্য।
 গোপাল অধ্যক্ষ হয়ে করিল সাহায্য।।
 পূর্ব্বতে গোপাল বড় পাষণ্ড ছিলেন।
 এইসব কার্য্য অতি যত্নে করিলেন।।
 হরিবলে সাধু সঙ্গ করে নিরবধি।
 শেষে তার সরকার হইল উপাধি।।
 সাধুনামে খ্যাত হৈল বৈষ্ণব সমাজ।
 রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।